

سُورَةُ الشُّورَى مَكِّيَّةٌ

৪২-সূরা আশ্ শূরা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৪ আয়াত এবং ৫ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা,
পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হা মীম ।

حَمِّ ②

৩। আইন সীন কাক ।

عَقَق ③

৪। মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজাময় আল্লাহ্ এইভাবে তোমার
প্রতি ওহী নামেল করিতেছেন যেভাবে তিনি তোমার পূর্ববর্তীদের
প্রতি (ওহী নামেল) করিয়াছিলেন ।

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

৫। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে
আছে, সব কিছু তাঁহারই; এবং তিনি অতীব উক্ত-মহাদাশালী,
অতীব মহান ।

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ ⑤

৬। আকাশসমূহ উহাদের উপর হইতে বিদীর্ণ হইয়া পড়ার
উপক্রম হইয়াছে, এমতাবস্থায় যে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের
প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা
করিতেছে । এবং পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদের জন্য
ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে । ঠুন ! নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল,
পরম দয়াময় ।

تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالنَّبِيُّ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي
الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑥

৭। এবং যাহারা তাঁহাকে বাতিরেকে অন্যদেরকে অভিভাবক
রূপে গ্রহণ করিয়াছে; আল্লাহ্ তাহাদের উপর (তাহাদের
কার্যকলাপের) সংরক্ষণকারী, এবং তুমি তাহাদের উপর
অভিভাবক নহ ।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِظَ
عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ⑦

৮। এবং এইভাবে আমরা তোমার প্রতি আরবী ভাষায়
কুরআন ওহী করিয়াছি যেন তুমি জনপদ-জননী (মক্কা)
এবং ইহার চতুর্দিকের লোকদিগকে সতর্ক কর এবং সমবেত
হওয়ার সেই দিন সম্বন্ধেও সতর্ক করিয়া দাও, যাহার (আগমন)
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; সেদিন এক দল (যাইবে) জামাতে
এবং একদল জাহান্নামে ।

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ
الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْبَعْثِ لَا رَيْبَ
فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑧

৯। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদের সকলকে এক উন্মত্তভুক্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে চাহেন তাহাকে নিজ রহমতে প্রবিষ্ট করেন। বস্তুতঃ যালেমরা এমন যে তাহাদের কোন অভিভাবকও নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

১০। তাহারা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিয়াছে? অতএব (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ তিনিই প্রকৃত অভিভাবক। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন, এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১। এবং তোমরা যে কোন বিষয়েই মতভেদ কর, উহার শেষ ফয়সালা আল্লাহ্‌র নিকট। (তুমি বল) 'এই হইতেছেন আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, তাহারই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাহারই দিকে আমি পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্তন করি।'

১২। তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা। তিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং চতুর্দশ ভ্রুর মধ্য হইতে (তাহাদের জন্য) জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনি ইহার মধ্যে তোমাদিগকে বিস্তৃত করিয়াছেন। কোন কিছুই তাহার সদৃশ নহে; তিনি সর্বপ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

১৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবীসমূহ তাহারই নিকট। তিনি যাহার জন্য চাহেন রিষক সম্প্রসারিত করেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

১৪। তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন সেই দীন যাহার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছিলেন তিনি নৃহকে, এবং যাহা আমরা (এখন) তোমার প্রতি ওহী করিলাম, এবং আমরা ইব্রাহীম এবং মুসা এবং ইসা'কে ইহার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছিলাম যে, 'তোমরা এই দীনকে (পৃথিবীতে) সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং ইহাতে কখনও মতভেদ করিয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইও না। মোশরেকদের উপর উহা অনেক কঠিন, যাহার প্রতি তুমি তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে। আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজের জন্য মনোনীত করেন, এবং যে তাঁহার দিকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাহাকে নিজের দিকে হেদায়াত দেন।'

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ يَذَّكُلْ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ ①

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَلِيُّ ۖ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ③

فَاطُرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذَّكُرْكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ④

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْظُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ يُجِزِلُ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ ⑤

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَضَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الشَّرِكَينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُ اللَّهِ يُجِيبُنِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ⑥

১৫। এবং তাহাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞান সমাগত হওয়ার পরেই তাহারা পারস্পরিক বিষয়বশতঃ নিজদের মধ্যে মতভেদ করিল। এবং যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত (অবকাশ দানের) এক বাকা পূর্ব হইতে ঘোষিত না থাকিত, তাহা হইলে (বহু পূর্বেই) তাহাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত। এবং তাহাদের পরে যাহাদিগকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছিল তাহারা নিশ্চয় ইহার সম্বন্ধে এক অন্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত আছে।

১৬। অতএব তুমি (এই দীনের প্রতি লোকদিগকে) আহ্বান কর। এবং যেভাবে তোমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে তুমি (এই দীনের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক; এবং তুমি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না; এবং বল 'আল্লাহ্ কিতাব হইতে যাহা কিছু নাযেল করিয়াছেন উহার উপর আমি ঈমান আনিয়াছি, এবং তোমাদের মধ্যে সুন্নিহাদ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি; আল্লাহ্ আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। আল্লাহ্ই আমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন, এবং তাঁহারই নিকট (আমাদের) প্রত্যাবর্তন।'।

১৭। এবং যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাঁহার আহ্বান গ্রহীত হওয়ার পর হঠকারিতা করিয়া তর্ক-বিতর্ক করে তাহাদের যুক্তি-তর্ক তাহাদের প্রতিপালকের সমীপে পণ্ড হইয়া যাইবে। এবং তাহাদের উপর (তাঁহার) জোখ (বর্ষিত হইবে) এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠোর আযাব।

১৮। আল্লাহ্ তিনি, যিনি সত্য সহকারে কামিল কিতাব এবং তুলাদণ্ড নাযেল করিয়াছেন; এবং কিসে তোমাকে অবগত করিবে যে, নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) সম্ভবতঃ সন্নিহতবর্তী।

১৯। যাহারা সেই নির্ধারিত সময়ের প্রতি ঈমান আনে না, তাহারা উহাকে সত্ত্বর কামনা করে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা উহার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত, এবং তাহারা জানে যে, উহা অবশ্য সত্য। ওন! যাহারা নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডা করে, তাহারা যের দ্রাষ্টিতে নিপতিত।

وَمَا تَفْعَلُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بَعِيًّا يَنْهَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّا فَرَّسُوا

فَلَيْذَلِكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَلَقَدْ آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
لَنَا أَعْمَالٌ وَلَكُمْ أَعْمَالٌ لَكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْيَهُ النَّصِيبُ

وَالَّذِينَ يُخَافُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجَبُوا
لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاجِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ
يُذَرِّبُكَ لَعْلَ السَّاعَةِ قَرِيبٌ

يَسْتَعِجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ
إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ يُتَارَضُونَ فِي السَّاعَةِ فِي ضَلَالٍ
بَعِيدٍ

২০। আল্লাহ তাহার বান্দাগণের প্রতি পরম সদয়, তিনি যাহাকে চাহেন (প্রচুর) রিয়ক দেন। এবং তিনি পরম শক্তিশালী, মহা পরাক্রমশালী।

২১। যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাহার জন্য তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দিই, এবং যে ব্যক্তি ইহকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাহাকে ইহা হইতে কিছু (অংশ) দিয়া দিই, কিন্তু পরকালে তাহার জন্য কোন অংশ থাকিবে না।

২২। তাহাদের জন্য কি এরূপ কিছু শরীক আছে যাহারা তাহাদের জন্য এমন ধর্মীয় বিধান নির্ণয় করিয়াছে যাহার কোন আদেশ আল্লাহ দেন নাই? বস্তুতঃ আল্লাহর পক্ষ হইতে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বাক্য নির্ধারিত হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে নিশ্চয় ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত। এবং যালেমদের জন্য নিশ্চয় যত্তপাদায়ক আযাব আছে।

২৩। তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে-উহার জন্য তুমি যালেমদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখিবো-ঈশ্বর উহা তাহাদের উপর অবশ্যই আপতিত হইবে। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহারা জামাতসমূহের সবুজ তৃণবল্লল স্থানে থাকিবে। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাদের প্রতিপালকের সম্মিথানে তাহাদের জন্য উহা মওজুদ থাকিবে। ইহা হইবে (তাঁহারা) মহা অনুগ্রহ।

২৪। ইহাই সেই বিষয় যাহার সুসংবাদ আল্লাহ নিজের বান্দাগণকে দিতেছেন, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। তুমি বল, ‘আমি তোমাদের নিকট হইতে ইহার (ঈদমত্তের) বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাহি না, একমাত্র সৌহাদ ও প্রেম-প্রীতি ছাড়া যাহা নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিদ্যমান। এবং যে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর কার্য করে আমরা তাহার জন্য সেই কার্যে সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দিই। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্রমাশীল, অতীব গুণগ্রাহী।

২৫। তাহারা কি বনে-যে, ‘সে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করিয়াছে?’ আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমার অন্তরের উপর মোহর মারিয়া দিতে পারেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং সত্যকে নিজ বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি বন্ধঃস্থলে নিহিত কথা সমাক পরিত্রাণ আছেন।

২৬। এবং তিনিই তো নিজ বান্দাগণের তওবা কবল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন। এবং তোমরা যাহা কিছু কর, তাহা তিনি অবগত আছেন।

اللَّهُ لَظِيفٌ يُؤَادُّهُ يَزُرُّ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ
وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤَاتِهِ مِنْهَا وَ
مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ لَوْنٍ ۝

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا مَنَّ اللَّهُ
بِهِ اللَّهُ لَا يَهْدِي الشَّيْطَانُ الْقَبِيلَ الْقَبِيلَ لَقَدْ بَيَّنَّاهُمْ
إِنْ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا هُمْ وَارِثُ
يَوْمٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْحٍ
الْحَيَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ
الْقَضَى الْكَبِيرُ ۝

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ
فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْرَأْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا
حَسَنَةً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ
يَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَلَهُ يَسْجُدُ الْمَلَائِكَةُ وَالْحَقُّ
يَكَلِّمُهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو
عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝

২৭। এবং নিশ্চয় তিনি তাহাদের দোয়া কবুল করেন যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ দ্বারা (তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার অপেক্ষা) তাহাদিগকে অধিক দিয়া থাকেন; এবং কাফেরদের জন্য কঠোর আযাব নির্ধারিত আছে।

২৮। এবং যদি আল্লাহ নিজ বান্দাগণের জন্য রিয়স্কে অধিক পরিমাণে সম্প্রসারিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিদ্রোহ করিত, কিন্তু তিনি যাহা কিছু চাহেন পরিমাণ অনুযায়ী নাযেল করেন। নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত পর্যবেক্ষক।

২৯। এবং তিনিই তো তাহাদের নিরাশ হইয়া যাওয়ার পর বারি বর্ষণ করেন এবং নিজ রহমতকে বিস্তৃত করিয়া দেন। বস্তুতঃ তিনিই প্রকৃত অভিভাবক, সকল প্রশংসার অধিকারী।

৩০। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সমস্ত জীবজন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন উহা তাহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এবং তিনি যখন চাহিবেন তাহাদের সকলকে একত্রিত করিতে সক্ষম।

৩১। এবং তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ নিপতিত হয় উহা তোমাদের কৃত-কর্মেরই কারণে। এবং তোমাদের বহু অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন।

৩২। এবং তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহকে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে) কখনও ব্যর্থ করিতে পারিবে না; এবং আল্লাহ বাতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

৩৩। এবং সমুদ্রে পর্বতসদৃশ দ্রুতগামী জাহাজগুলিও তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত।

৩৪। তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুর চলাচলকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন, ফলে সেইগুলি সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে; নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য বহু নিদর্শন আছে,

৩৫। অথবা সেইগুলিকে (আরোহীসহ) তাহাদের কৃত-কর্মের কারণে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু তিনি বহু অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন।

وَيَحْيِيْبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَذَرُهُمْ فِيْ فُضْلِهِ وَالْكَافِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُنْزِلُ بِقُدْرِ مَا يُشَآءُ اِنَّهٗ بِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ۝

وَهُوَ الَّذِى يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ۝

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَ فِيهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ۝

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ اَيْدِیْكُمْ وَیَعْتَوَا عَنْ كَثِیْرٍ ۝

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۝ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلِیٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

وَمِنْ اٰیٰتِهٖ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝

اِنْ يَشَآءُ یُكْرِیْضِ الرِّیْحَ فَيُظَلِّلْنَ رَوَآكٍ عَلٰی ظَهْرِہٖ اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّعُلٰی صَبَآرٍ شٰكِرٍ ۝

اَوْ یُوقِعْھُمْ فِیْ مَا كَسَبُوْا وَیَعْفُ عَنْ كَثِیْرٍ ۝

৫৬। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করে তিন তাহাদিগকে জানেন, তাহাদের জন্য পলায়নের কোন স্থান নাই।

৫৭। এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করা হইয়াছে উহা পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী মাত্র, এবং আল্লাহর নিকট যাহা কিছু আছে উহা উৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক স্থায়ী— তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে,

৫৮। এবং যাহারা বড় বড় পাপ এবং অশ্লীল কার্যকে বর্জন করে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করিয়া দেয়,

৫৯। এবং যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় এবং নামায কায়েম করে, এবং তাহাদের কাজ তাহাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা রিয়ক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ করে।

৬০। এবং তাহাদের উপর যখন যলুম হয় তখন তাহারা অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

৬১। এবং (স্মরণ রাখিও যে) মন্দের প্রতিফল টুহার অনুরূপ মন্দ, এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে তাহার পুরস্কার আল্লাহর জিম্মায়। আল্লাহ্ যালেমদিগকে আদৌ ভালবাসেন না।

৬২। এবং অবশ্য যাহারা, তাহাদের উপর যলুম হওয়ার পর, প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই।

৬৩। অভিযোগ তো কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা মানুষের উপর যলুম করে এবং পৃথিবীতে অনায়মভাবে বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়। এই সকল লোকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব (অবধারিত) আছে।

৬৪। এবং অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে—নিশ্চয় এই আচরণ দৃঢ় সংকল্পের অন্তর্গত।

৬৫। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথদ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য ইহার পর আদৌ কোন রক্ষাকারী অভিভাবক হইতে পারে না। এবং তুমি যালেমদিগকে, যখন তাহারা আযাব প্রত্যক্ষ করিবে, বলিতে শুনিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?'

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُخَادِلُونَ فِي الْبَيْتِ مَا لَهُمْ مِنْ

مَخْصٍ ۝

مِمَّا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى

رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ ۝

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا
مَأْذُوبُوا هُمْ يُغْفِرُونَ ۝

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ
شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ
كَفَّرْنَا عَنْهُ ۚ إِنَّهُ لِأَعْيُنِ النَّاسِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

وَلَكِنْ اتَّخَذَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ
سَبِيلٍ ۝

إِنَّمَا الْعَذَابُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَنَجُونَ
فِي الْأَرْضِ بِبَغْيٍ ۚ إِنَّكَ أَوْلَىٰ لَهُمْ مَدَابِغَ الْإِيمَانِ ۝

۞ وَلَكِنْ صَبْرٌ وَفَقْرٌ ۚ إِنَّكَ لَمِنْ عَزِيزِ الْأُمُورِ ۝

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَاطِلًا ۚ

إِلَىٰ مَرَدٍّ ۚ وَمِنْ سَبِيلٍ ۝

৪৬। এবং তুমি তাহাদিগকে অপমানের দরুন অবনত অবস্থায় আযাবের সম্মুখে আনিতে দেখিবে, এবং দেখিবে যে, তাহারা আড় চোখে তাকাইতেছে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিবে, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাহারা ই যাহারা নিজদিগকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে কিয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।' তোমরা মনযোগ দিয়া শোন? যালেমগণ নিশ্চয় এক চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে অবস্থান করিবে।

৪৭। তাহাদের এমন কোন বন্ধু থাকিবে না যে আল্লাহর মোকাবেলায় তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পশ্চদ্বিষ্ট সাবাস্ত করেন তাহার জন্য (হেদায়াত পাওয়ার) কোন পথ থাকে না।

৪৮। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া নাও সেই দিন আসিবার পূর্বে যাহাকে আল্লাহর মোকাবেলায় প্রতিহত করা যাইবে না। সেই দিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থলও থাকিবে না এবং তোমাদের অস্বীকার করারও কোন উপায় থাকিবে না।

৪৯। কিন্তু যদি তাহারা বিমূখ হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা তোমাকে তাহাদের উপর হিফাযতকারী করিয়া পাঠাই নাই। কেবল (সংবাদ) পৌছাইয়া দেওয়াই তোমার কর্তব্য এবং প্রকৃত বিষয় এই যে, আমরা যখন মানুষকে নিজ সন্নিধান হইতে কোন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে আনন্দিত হয়। কিন্তু যদি তাহাদের কৃত-কর্মের কারণে, তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন দেখ! মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

৫০। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহর জন্য। তিনি যাচা চাহেন সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে চাহেন কন্যা দান করেন, এবং যাহাকে চাহেন পুত্র দান করেন;

৫১। অথবা তিনি তাহাদিগকে পুত্র ও কন্যা মিনাইয়া দান করেন, এবং যাহাকে চাহেন বন্ধ্যা করিয়া দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

৫২। এবং কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে যে, আল্লাহ তাহার সঙ্গে বাক্যলাপ করিবেন— কিন্তু কেবল ওহীযোগে অথবা পদার অন্তরায় হইতে অথবা এমন দূত প্রেরণ করিয়া যে

وَأَرْسَلَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الَّذِينَ
يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّ الْخِشْيَانَ الَّذِينَ خِشَوْا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا إِنْ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ۝

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۝

يَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٍّ
لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ تَوَمَّدُونَ وَمَا لَكُمْ
مِنْ تَكْوِينٍ ۝

إِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ
إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَجَرَحَ
بِهَا وَإِنْ تَوَسَّعُوهُمْ حَيَاتُهُ إِنَّمَا قَدَّمَتِ أَيْدِيهِمْ
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۝

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَهُوَ يَسْمَعُ يَنْتَظِرُ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ لِنِشَاءِ
الَّذِينَ كُفَرُوا ۝

أَوْ يُزْجِرْهُمْ ذِكْرَانَا وَإِنَّا نَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْ بَيْنَا
عَقِينًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ

টাহার আদেশানুযায়ী উহা ওহী করে যাহা তিনি চাহেন ।
নিশ্চয় তিনি অতীব উচ্চ মর্যাদাবান, পরম প্রজাময় ।

مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝

৫৩ । এবং এইরূপে আমরা তোমার প্রতি নিজ আদেশ-বাণী ওহী করিয়াছি । তুমি জানিতে না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি । কিন্তু আমরা ইহাকে (বাণীকে) আলোকস্বরূপ করিয়াছি, যদ্বারা আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহি হেদায়াত দিই । এবং নিশ্চয় তুমি (লোকদিগকে) সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিতেছ,

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَكَانَ لَهْدِي إِلَىٰ سِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

৫৪ । সেই আল্লাহর পথে যিনি আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব কিছুর মালিক । মনে রাখিও, সকল বিষয় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে ।

وَعِلَّا لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۝ اِلَّا اِلَىٰ اللّٰهِ تُصِيْرُ الْاُمُورُ ۝